Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 17-06-2026 15:05 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। বুধবার ১৭ জুন ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৭৪ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

মেলোনির ঠোঁটে চুম্বনের চেষ্টা জেলেনস্কির! জি-৭ সম্মেলনে অস্বস্তিতে ইটালির প্রধানমন্ত্রী

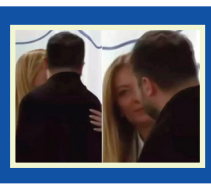

যুবভারতী কাণ্ডে অরূপকেই দায়ী করল মেসির টিম, আর্জেন্টিনা থেকে চিঠি কলকাতা পুলিশকে

নরকরোটির স্তূপে বসিয়েছিলেন পুতিনকে, বিদ্রোহী সেই রুশ শিল্পীকে গুলি করে খুন পোল্যান্ডে

সময়সীমা বাড়ল জনকল্যাণ শিবিরের , ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ঃ জনকল্যাণ শিবিরে জনসাধারণের ব্যাপক সাড়া মিলছে, শিবিরগুলিতে পড়ছে লম্বা লাইন। এই বিষয় মাথায় রেখে শিবিরের সময়সীমা একদিন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। বুধবারের পরিবর্তে আগামীকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলবে এই শিবির। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার ফলতার জনকল্যাণ শিবিরে এসে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।বুধবার ফলতার শিবিরে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী জানান, এত কম সময়ের মধ্যে রাজ্যের প্রান্তিক এলাকাগুলিতে শিবির আয়োজন করা সহজ ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও শিবিরগুলিতে দীর্ঘ লাইন পড়েছে। জনসাধারণের এই আগ্রহের কথা মাথায় রেখেই সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করেন যে সরকার পরিষেবা দিতে বদ্ধপরিকর, এবং উপভোক্তাদের আবেদন করার আহ্বান জানিয়ে বলেন বিচলিত হওয়ার কোনও কারণ নেই, যোগ্য প্রাপকরা সাহায্য পাবেন।শিবির থেকে আয়ুষ্মান ভারত, অন্নপূর্ণা যোজনা ও সূর্য ঘর যোজনার মতো প্রকল্পের সুবিধার কথাও তুলে ধরেন তিনি। জানা গেছে, রাজ্যজুড়ে প্রায় ১১০০টি জনকল্যাণ শিবির চলছে, যেখানে মোট ৫৪টি জনমুখী প্রকল্পের আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে ১৫ থেকে ১৭ জুন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত শিবির চালানোর সময় ঘোষিত হয়েছিল, যা এবার একদিন বাড়ানো হল।অন্নপূর্ণা যোজনায় কড়াকড়ির কারণও ব্যাখ্যা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট জানান, যাদের সন্তান সরকারি বা সরকার পোষিত স্কুলে পড়ে, তারাই অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের অর্থ পাবেন। বেসরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে সরকারি অনুমোদন থাকলে মিলবে ৩ হাজার টাকা, অন্যথায় নয়। এই কঠোরতার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, সরকার চায় প্রকৃত প্রাপকরাই এই অনুদান পান, যাতে প্রকল্পের সুবিধা সঠিক মানুষের কাছে পৌঁছায় এবং অপব্যবহার রোধ করা যায়।

মুখ্যমন্ত্রীর নজরে জাহাঙ্গিরের স্ত্রী!

নয়া জামানা ঃ মঙ্গলবারই তপ্ত হয়ে উঠেছিল ফলতা। জাহাঙ্গির খানকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মঙ্গলবার হামলা চলে থানায়। জাহাঙ্গিরের স্ত্রী'র নেতৃত্বে চলে এই হামলা। কেন্দ্রীয় বাহিনীর তাড়ায় ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় বিক্ষোভকারীরা। পালাতে গিয়ে পুকুরে ঝাঁপ দেন অনেকেই। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ফলতায় খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবার সরাসরি হুঁশিয়ারি দিলেন জাহাঙ্গিরের স্ত্রীকে।

ঘাট পরিষ্কারে মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা ঃ ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সর্বস্তরে স্বচ্ছতা অভিযানে বিশেষ জোর দিয়েছে নতুন রাজ্য সরকার। সেই স্বচ্ছ ভারত ও স্বচ্ছ বাংলা গড়ার ডাক দিয়েই বুধবার সকালে গঙ্গার ঘাট পরিষ্কার রাখতে এক সাফাই অভিযানে সশরীরে শামিল হন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

অশোক-নির্মলা -স্বপন বৈঠক

নয়া জামানা ঃ আগামীকাল, ১৮ জুন থেকে শুরু হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত প্রথম বিজেপি সরকারের বাজেট অধিবেশন। আগামী ২২ জুন বিধানসভায় পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। এই মুহূর্তে যখন রাজ্য অর্থ দফতর খসড়া বাজেট তৈরিতে চূড়ান্ত ব্যস্ত, ঠিক তখ নই নাটকীয় মোড় এনে আজ সাতসকালে ঝটতি সফরে দিল্লিতে উড়ে গেলেন অর্থমন্ত্রী।

তোলাবাজির মামলায় গ্রেপ্তার প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহ

নয়া জামানা ঃ রাজ্যের প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহকে গ্রেপ্তার করল কোচবিহার জেলা পুলিশ। বুধবার কলকাতার ফুলবাগান এলাকায় তাঁর নিজের ফ্ল্যাট থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর তাঁকে ফুলবাগান থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তোলাবাজির একটি মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত ১২ জুন এই অভিযোগ দায়ের হয়। দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে শিশু বিভাগ (পিকু) তৈরির সময় একটি এনজিও-র নাম করে বিপুল অর্থ তোলাবাজির অভিযোগ ওঠে, যার ভিত্তিতেই এই গ্রেপ্তারি।

বর্তমানে তাঁর বিরুদ্ধে মোট ছয়টি মামলা চলছে। শিয়ালদহ আদালতে পেশ করে তাঁকে ট্রানজিট রিমান্ডে কোচবিহার নিয়ে যাওয়া হবে।তাঁর বিরুদ্ধে চলা অন্য মামলাগুলির মধ্যে আছে বিজেপি কর্মী রতন বর্মন খুনের মামলা, পঞ্চ শহিদের মামলা, ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী হিংসা, এবং দিনহাটা পুরসভা এলাকায় ঘর তৈরির নামে টাকা তোলার অভিযোগ। পুলিশের গাড়িতে ওঠার আগে উদয়ন গুহ বলেন, তিনি জানেন না কেন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।পূর্বতন সরকারে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন উদয়ন গুহ, এবং দীর্ঘদিন কোচবিহারের তৃণমূল সংগঠনের দায়িত্বও সামলেছেন তিনি।

রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর বিপুল ভোটে বিজেপি প্রার্থীর কাছে হেরে যান তিনি, এরপর কোচবিহার ছেড়ে কলকাতার

ফুলবাগানে থাকতে শুরু করেন এবং প্রকাশ্যে কমই দেখা যেত তাঁকে।দিনহাটার বিজেপি বিধায়ক অজয় রায় গ্রেপ্তারির পর কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়ে বলেন, উদয়ন গুহ ব্যাপক দুর্নীতি করেছেন এবং আগেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল। তাঁর মতে, আইন সবার জন্য সমান, এটাই এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে। প্রাক্তন সরকারের মন্ত্রীদের মধ্যে এর আগে গ্রেপ্তার হয়েছেন সুজিত বসুও, ফলে এই নিয়ে বিগত সরকারের চতুর্থ মন্ত্রী গ্রেপ্তার হলেন।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 17-06-2026 15:05 Page 2

ডাকাতের স্বর্গ ছিল

ভারতের প্রথম এই জেলা!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ দেশের ২৮টি রাজ্য এবং আটটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মোট ৭৮০টি জেলা আছে। কিন্তু আপনি কি জানেন যে ১৭৭০ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের প্রথম জেলাটি প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই অঞ্চলটি একসময় ডাকাতদের স্বর্গরাজ্য হওয়ার জন্য কুখ্যাত ছিল।বিহারের পূর্ণিয়া দেশের প্রথম জেলা। ১৭৭০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে মোঘল সাম্রাজ্যের শেষ দিকে এটিকে সীমান্ত প্রদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ১৭৬৫ সালে ব্রিটিশরা পূর্ণিয়া জয় করে। সেই সময় ঘন বনাঞ্চল ছিল এবং পাঁচ বছর পর,

সেখানে একটি বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে। ১৭৭০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি এটিকে একটি জেলা ঘোষণা করা হয়।সেই সময়ে, পূর্ণিয়া ডাকাত এবং দুষ্কৃতীদের আস্তানা হিসেবে কুখ্যাত ছিল। ব্রিটিশরা ক্ষমতা দখল করে অপরাধী এবং সমাজবিরোধীদের নির্মূল করার অভিযান শুরু করার পরেও স্থানীয়রা গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করতে সাহস পায়নি।স্বাধীনতার পর থেকে দেশের অন্যান্য অনেক অংশের মতো পূর্ণিয়াও আমূল পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে। এখন এটি একটি স্মার্ট শহর। এখানে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, উন্নত রাস্তা এবং পর্যটন, এবং সমস্ত আধুনিক সুযোগসুবিধা রয়েছে।

বিহারের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির বাহক পুর্ণিয়া। বিহারের ৩৮টি জেলার একটি পুর্ণিয়া। প্রশাসনিক কার্যালয় রয়েছে এই জেলাতেই। পূর্ণিয়া শহর প্রতি স্বাধীনতা দিবসে ঠিক রাত ১২টা ৭ মিনিটে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। এই ঐতিহ্য ১৯৪৭ সাল থেকে অব্যাহত রয়েছে।

তোলপাড় টেলিগ্রাম!

১৫ কোটি গ্রাহকের 'শাস্তি'!

নয়া জামানা ডেক্স ঃ আগামী ২১ জুন নিট-ইউজির পরীক্ষা পুনরায় হতে চলেছে। তার আগেই অ্যাপের ওপর কেন্দ্রের সাময়িক নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে বুধবার দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল টেলিগ্রাম।আগামী ২২ জুন পর্যন্ত ভারতে এই অ্যাপের ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কেন্দ্র। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)। তাদের দাবি, পরীক্ষার্থীদের জালিয়াতি এবং ভুয়ো খবরের হাত থেকে বাঁচাতেই এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। মামলাটি বিচারপতি তেজস কারিয়ার এজলাসে উঠেছে। আজই এর শুনানি হওয়ার কথা।টেলিগ্রামে চলা প্রতারণা চক্রের পর্দাফাঁস করার পরেই এই পদক্ষেপ করেছে এনটিএ। অভিযোগ, 'ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র' দেওয়ার নাম করে পরীক্ষার্থীদের থেকে ১৪ হাজার থেকে শুরু করে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দাবি করছিল একদল প্রতারক।এনটিএ জানিয়েছে, পরীক্ষা ও তার পরের দিনগুলো সুরক্ষিত রাখতেই আগামী ২২ জুন পর্যন্ত ভারতে টেলিগ্রাম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।এর পাশাপাশি, আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত ভারতে টেলিগ্রামের 'মেসেজ এডিটিং' সুবিধাটিও বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। এনটিএ-র আশঙ্কা, প্রতারকেরা পুরোনো মেসেজ বদলে নতুন করে ভুয়ো 'প্রশ্ন ফাঁসের' প্রমাণ তৈরি করতে পারে। সেটা আটকাতেই এই ব্যবস্থা।সাধারণ গ্রাহকদের অসুবিধার কথা মেনে নিয়েও এনটিএ জানিয়েছে, নিট পরীক্ষার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এই সাময়িক কড়াকড়ি জরুরি ছিল। উল্লেখ্য, গত ৩ মে মূল পরীক্ষাটি প্রশ্ন ফাঁস ও নানা অনিয়মের অভিযোগে বাতিল করা হয়েছিল।অন্য দিকে, কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছেন টেলিগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা পাভেল দুরভ। তাঁর দাবি, এর ফলে প্রায় ১৫ কোটিরও বেশি ভারতীয় গ্রাহক সমস্যায় পড়বেন।সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ দুরভ লিখেছেন, কিছু মানুষ প্রশ্ন ফাঁস করেছে বলে ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক পুরো অ্যাপটাই এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ করে দিল। এতে আসল অপরাধীরা নয়, শাস্তি পাচ্ছেন সাধারণ গ্রাহকেরা। এই নিষেধাজ্ঞা কোনও কাজেও আসেনি, প্রশ্ন ফাঁসের কারবার এর মধ্যেই অন্য অ্যাপে চলে গেছে।যদিও কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি সমর্থন করেছেন এনটিএ-র ডিরেক্টর জেনারেল অভিষেক সিং। ভিপিএন ব্যবহার করে বিদেশ থেকে চ্যানেল চালানোর যুক্তি উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, তবাইরে থেকে হয়তো চ্যানেল চালানো যাবে, কিন্তু ভারতের লাখ লাখ পরীক্ষার্থী তো আর সেগুলো দেখতে পাবেন না। ফলে গ্রাহক না থাকলে এই জালিয়াতি নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। এতে পরীক্ষার্থীদের টাকা ও সময় দুটোই বাঁচবে।

বিদ্যুৎ ছাড়াই চলে

রাজস্থানের 'দেশি ফ্রিজ'

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ফ্রিজ আছে, খাবার ঠান্ডা ও টাটকা থাকে কিন্তু লাগে না বিদ্যুৎ! ফলে আসে না বিলও। শুনে অবাক লাগলেও যুগ যুগ ধরে এই দেশি ফ্রিজের ব্যবহার চলছে রাজস্থানে। ফলে বিদ্যুৎচালিত রেফ্রিজারেটর আদতে কী, তা জানেই না সেখানকার প্রত্যন্ত গ্রামের অনেকেই। দেশি ফ্রিজের প্রচলন শুরু হয়েছিল কমপক্ষে ১০০ বছর আগে। সেই সময় বিদ্যুৎ ছিল না। এদিকে রাজস্থান মানেই চড়া গরম। তাপমাত্রা পৌঁছয় ৫০ ডিগ্রিতেও। গরমেও খাবার ঠান্ডা ও টাটকা রাখতে প্রাকৃতিক উপায়ে ফ্রিজ তৈরি করে ফেলেন স্থানীয়রা। যা আধুনিক ফ্রিজের থেকে কোনও অংশে কম নয়।

রুটি রাখতে তা দীর্ঘসময় থাকতে নরম। দুধ-দই থেকে সবজি, ফলমূল, কোনওকিছুই সহজে নষ্ট হয় না। তবে এটি দেখতে কুঁড়ে ঘরের মতো। যার উপরে ঢাকা থাকে বিশেষ ঘাষ দিয়ে। নিশ্চয়ই ভাবছেন এই ফ্রিজ তৈরিতে কী কী লাগে? উত্তর হল মাটি, ঘাস আর গোবর। যদিও সময়ের নিয়মে হারাতে বসেছিল এই দেশি ফ্রিজ। সম্প্রতি নতুন করে চর্চায় উঠে এসেছে এটি।কিন্তু

কীভাবে কাজ করে এই ফ্রিজ? জানা যাচ্ছে, মাটির তৈরি ঘরের দেওয়ালে সুক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। উপরের ঘাসের ছাদ আটকে দেয় রোদ। বাষ্পীভবনের ফলে এই কুঁড়ে ঘরের ভিতরের তাপমাত্রা বাইরের তুলনায় অনেকটা কম থাকে। ফলে খরচ ছাড়াই দীর্ঘক্ষণ খাবার থাকে ঠান্ডা। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি হয়েছে এর ব্যবহারে পরিবেশের কোনও ক্ষতি হয় না। ফলে শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে এই দেশি ফ্রিজের প্রতি তৈরি হচ্ছে আকর্ষণ।

নিয়ম করে এই 'জল' খেলেই আমূল বদল দেখবেন শরীরে

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ইদানীং স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সেদ্ধ আপেলের জল। সমাজমাধ্যমে অনেকেই দাবি করছেন, প্রতিদিন সকালে এই পানীয় খেলে হজম ভাল হয়, শরীর সতেজ থাকে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ে। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের অংশ হিসেবে সেদ্ধ আপেলের জল উপকারী হতে পারে। আপেল এমনিতেই অত্যন্ত পুষ্টিকর একটি ফল। এতে রয়েছে ভিটামিন সি, পটাশিয়াম, অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট এবং ফাইবার। আপেল জলে ফুটিয়ে নিলে এর কিছু পুষ্টিগুণ জলের সঙ্গে মিশে যায়। ফলে তৈরি হয় হালকা মিষ্টি স্বাদের একটি পানীয়, যা অনেকেরই খেতে ভাল লাগে।সেদ্ধ আপেলের জল খাওয়ার সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এটি শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতে সাহায্য করে। অনেকেই পর্যাপ্ত জল পান করেন না। সাধারণ জলের বদলে আপেলের স্বাদযুক্ত এই পানীয় পান করলে শরীরে জলের ঘাটতি পূরণ করা সহজ হয়। গরম অবস্থায় খেলে শরীর ও মন দুটোই বেশ আরাম পায়।অনেকের ধারণা, সেদ্ধ আপেলের জল হজমশক্তি বাড়ায়। এর কিছুটা সত্যতা রয়েছে। গরম পানীয় পাকস্থলীকে আরাম দেয় এবং হজম প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করতে সাহায্য করতে পারে। তবে আপেলের বেশিরভাগ ফাইবার ফলের টুকরোর মধ্যেই থেকে যায়। তাই শুধু জল পান করলে গোটা আপেল খাওয়ার মতো সমান উপকার পাওয়া যায় না। যদি সম্ভব হয়, সেদ্ধ হওয়া আপেলের টুকরোগুলিও খেয়ে নেওয়া ভাল।এতে থাকা অ্যান্টি অক্সিড্যান্ট শরীরের কোষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 17-06-2026 15:05 Page 3

আর.জি.করে কর্মরত সিআইএসএফ জওয়ানের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালকে ঘিরে ফের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। এবার হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক সিআইএসএফ জওয়ানের বিরুদ্ধে এক তরুণীকে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত জওয়ান পারুল আহমেদকে গ্রেপ্তার করেছে নারায়ণপুর থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পাশাপাশি বিষয়টি নিয়ে সিআইএসএফ কর্তৃপক্ষকেও চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।পুলিশ সূত্রে খবর, আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন নির্যাতিতার মা। সেই সূত্রেই হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআইএসএফ জওয়ান পারুল আহমেদের সঙ্গে নিউটাউনের বাসিন্দা ওই তরুণীর পরিচয় হয়। পরিচয়ের পর ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে এবং প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে বলে অভিযোগ।নির্যাতিতার দাবি, সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে চিনার পার্ক এলাকার একটি হোটেলে তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে অভিযুক্ত। সেই সময় আপত্তিকর ভিডিও রেকর্ড করা হয় বলেও অভিযোগ। পরে সেই ভিডিও দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করে একাধিকবার ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগকারিণীর দাবি।ঘটনার কথা পরিবারকে জানালে নারায়ণপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। গত ৯ জুন অভিযুক্ত জওয়ানকে গ্রেপ্তার করা হয়।তদন্তের স্বার্থে চিনার পার্ক সংলগ্ন ওই হোটেল থেকে বিছানার চাদর সংগ্রহ করেছে পুলিশ। পাশাপাশি ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য অভিযুক্তের ইউনিফর্মও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে তদন্তকারী আধিকারিকরা।এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহের পাশাপাশি ডিজিটাল তথ্যও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্তের অগ্রগতির উপর নজর রয়েছে সিআইএসএফ কর্তৃপক্ষেরও।

মধ্যরাতে হাতির তাণ্ডব, ভাঙচুরে একাধিক বাড়ি,আতঙ্কে মহিলা ও শিশুরা

নয়া জামানা জলপাইগুড়ি ঃ প্রচণ্ড বৃষ্টি, আকাশে ঘনঘন বজ্রপাত, চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এমনই এক ভয়ঙ্কর রাতে মরাঘাট বনাঞ্চলের খুটিমারি ফরেস্ট এলাকা থেকে বেরিয়ে আসে ১৫ থেকে ২০টি হাতির একটি বড় দল। বাচ্চা হাতি-সহ ওই দলটি মধ্য শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ননইপাড়া, প্রামাণিকপাড়া, ধানিরপাড়া-সহ একাধিক এলাকায় ঢুকে রাতভর তাণ্ডব চালায়। ঘরবাড়ি, রান্নাঘর, আসবাবপত্র, খাদ্যশস্য, সুপারি বাগান থেকে শুরু করে জীবিকার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী ভেঙে চুরমার করে দেয় হাতির দল। স্থানীয়দের দাবি, অন্তত ১২ থেকে ১৩টি বাড়িতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের অধিকাংশ পুরুষ সদস্য কর্মসূত্রে কেরালা-সহ বিভিন্ন ভিনরাজ্যে কাজ করেন। ফলে বাড়িতে ছিলেন শুধু মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধরা। রাতের অন্ধকারে হঠাৎ হাতির হামলায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।স্থানীয় বাসিন্দা যশোদা কুণ্ডার জানান, রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ হাতির দল তাদের বাড়িতে হানা দেয়। বাইরে তখন প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় পালানোরও সুযোগ ছিল না।

তিনি ও তাঁর স্বামী খাটের নিচে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচান। হাতিরা ঘরের চাল ভেঙে দেয়, খাবার নষ্ট করে, খাট ও অন্যান্য আসবাবপত্র তছনছ করে দেয়।

জন্মদাত্রীকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার ছেলে, চাঞ্চল্য

নয়া জামানা ,পূর্ব মেদিনীপুর ঃ নিজের মাকেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে ছেলে। ঘটনার পর অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে কোলাঘাট থানার পুলিশ। মৃতার নাম ভারতী চক্রবর্তী (৬৫)। ধৃতের নাম বাসুদেব চক্রবর্তী।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কোলাঘাট থানার কাঁউরচণ্ডি গ্রামের বাসিন্দা ভারতী চক্রবর্তী তাঁর ছেলে বাসুদেবের সঙ্গে থাকতেন। মঙ্গলবার ভোরে বাড়ির ভিতরে ওই বৃদ্ধাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।স্থানীয় সূত্রে খবর, ঘটনার পরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কোলাঘাট থানার পুলিশ। বাড়ির ভিতর থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার করা হয়। পরে তদন্তের স্বার্থে আশপাশের এলাকা তল্লাশি চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলামতও উদ্ধার করে পুলিশ।অভিযোগের ভিত্তিতে বাসুদেব চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।কী কারণে এই ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের একাংশের দাবি, অভিযুক্ত দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন। সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি পারিবারিক কোনও অশান্তি বা অন্য কোনও কারণ এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে কি

না, তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।এই ঘটনায় গোটা এলাকায় শোক ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

জিটিএ প্রধানের চেয়ার ছাড়লেন অনিত থাপা,নতুন অবস্থান গঠনের আহ্বান

বাবলু রহমান,নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ দার্জিলিং পাহাড়ের রাজনীতিতে বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিলেন গোখ র্ল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) প্রধান অনিত থাপা। একটি দীর্ঘ ভিডিও বার্তার মাধ্যমে তিনি জিটিএ-র চিফ এক্সিকিউটিভ পদ এবং জিটিএ-র সদস্য পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা করেন। তাঁর এই ঘোষণার পর পাহাড়ের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।ভিডিও বার্তায় অনিত থাপা বলেন, সাম্প্রতিক নির্বাচনের পর পাহাড়ের মানুষ নতুন সরকারকে সমর্থন করেছে এবং সেই সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে। তিনি জানান, মানুষের রায়কে সম্মান জানানোই গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। তাই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চান না।তিনি বলেন, পাহাড়ের মানুষের একাংশের মধ্যে এমন ধারণা

তৈরি হয়েছে যে জিটিএ-র অস্তিত্বই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দাবি ও উন্নয়নমূলক উদ্যোগ বাস্তবায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেই কারণেই তিনি দায়িত্ব স্বীকার করে এই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অনিত থাপা আরও জানান, একসময় পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক ঝুঁকি নিয়েই জিটিএ গঠন করা হয়েছিল। সেই সময় পাহাড়ে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে জিটিএ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তবে বর্তমানে মানুষের মধ্যে জিটিএ নিয়ে নানা প্রশ্ন ও অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।ভিডিও বার্তায় তিনি জিটিএ-র বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতি ও অর্থ লুণ্ঠনের অভিযোগের প্রসঙ্গও তোলেন। তিনি বলেন, জিটিএ-র বিরুদ্ধে যদি কোনো তদন্ত শুরু হয়, তাহলে তিনি সেটিকে স্বাগত জানাবেন। তদন্তের মাধ্যমে সত্য সামনে আসবে এবং মানুষের মধ্যে থাকা ভুল ধারণাও দূর হবে বলে তাঁর বিশ্বাস। তিনি স্পষ্টভাবে জানান, যেকোনো তদন্তের মুখোমুখি হতে তিনি প্রস্তুত।জিটিএ-র অন্যান্য সদস্য ও সভাসদদের উদ্দেশে অনিত থাপা বলেন, এই পরিস্থিতিতে কোনো হাহাকার বা হতাশার প্রয়োজন নেই। বরং সবাইকে একসঙ্গে থেকে জাতির স্বার্থে কাজ করতে হবে। তাঁর মতে, ব্যক্তিগত অহংকার ভুলে গিয়ে পাহাড় ও গোর্খা সমাজের উন্নয়নের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে।

ভাটগাঁও সীমান্ত বাজারে অগ্নিকাণ্ড, চাঞ্চল্য

নয়া জামানা,জলপাইগুড়ি ঃ ভারত-নেপাল সীমান্তের ভাটগাঁও সীমান্ত বাজারে মঙ্গলবার গভীর রাতে হঠাৎই আগুন লাগাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। রাত প্রায় সাড়ে ৯টা নাগাদ বাজারের একটি মুরগির দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে জানা গিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন আশপাশের দোকানগুলিতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। আগুনের লেলিহান শিখা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার মানুষজন।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নূর আলম কুরেশির মুরগির দোকানে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার থেকে বিস্ফোরণ ঘটে আগুন লাগে। দোকানে কিছু দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে একের পর এক কয়েকটি দোকান আগুনের কবলে চলে যায়। ব্যবসায়ীরা প্রাণপণে দোকানের মালপত্র বাঁচানোর চেষ্টা করেন।ঘটনার খবর পেয়ে কাছেই থাকা এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের ভাটগাঁও ক্যাম্পের জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, বালি ও জলের সাহায্যে তারা আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। পরে নেপালের ভদ্রপুর থেকে একটি দমকল ইঞ্জিন এবং বিহারের ঠাকুরগঞ্জ থেকেও একটি দমকলের গাড়ি এসে উদ্ধার কাজে যোগ দেয়।প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টার পর আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে। বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা থাকলেও দ্রুত পদক্ষেপের কারণে আরও বড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। ঘটনায় কেউ আহত হননি। দোকানগুলির ক্ষয়ক্ষতির হিসাব খতিয়ে দেখছে প্রশাসন।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 17-06-2026 15:06 Page 4

নতুন পর্যটনমন্ত্রীর আশায় গজলডোবা

ফিরবে কি হারানো জৌলুস ?

নয়া জামানা ঃ উত্তরবঙ্গের পর্যটনের অন্যতম সম্ভাবনাময় কেন্দ্র গজলডোবা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, তিস্তার বিশাল জলাধার, পরিযায়ী পাখির সমাবেশ এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার মনোরম দৃশ্যের জন্য একসময় রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল এই এলাকা। কিন্তু গত কয়েক বছরে ধীরে ধীরে সেই জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করেছে গজলডোবা। পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত স্থানীয়দের অভিযোগ, পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, নৌকাবিহার বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং পরিকাঠামোগত নানা সমস্যার কারণে কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে এখানকার পর্যটন শিল্প। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই রাজ্যের নতুন পর্যটনমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন উত্তরবঙ্গেরই সন্তান শঙ্কর ঘোষ। আর সেই কারণেই নতুন করে আশাবাদী হয়ে উঠেছেন গজলডোবার বাসিন্দারা। তাঁদের আশা, দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত এই পর্যটন কেন্দ্রকে ঘিরে এবার নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হবে এবং হারানো জৌলুস ফিরে পাবে গজলডোবা।জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকে অবস্থিত গজলডোবা বহু বছর ধরেই উত্তরবঙ্গের পরিচিত পর্যটন গন্তব্য। বিশেষ করে শীতকালে এখানে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখির আগমন ঘটে। পাশাপাশি তিস্তা ব্যারেজ এবং বিশাল জলাধারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল পর্যটন নির্ভর অর্থনীতি। নৌকাবিহার ছিল এখানকার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। পর্যটকদের ভিড়কে কেন্দ্র করে বহু মানুষের জীবিকা নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল। স্থানীয়দের দাবি, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর আচমকাই বন্ধ হয়ে যায় নৌকাবিহার পরিষেবা। কেন এই পরিষেবা বন্ধ করা হল, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনও ব্যাখ্যা আজও মেলেনি। এর ফলে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন মাঝি সম্প্রদায়ের মানুষজন। নৌকা চালিয়ে যাঁরা সংসার চালাতেন, তাঁদের অনেকেই এখন বিকল্প জীবিকার সন্ধানে ঘুরছেন। স্থানীয় মাঝিদের অভিযোগ, কোনও লিখিত নির্দেশ ছাড়াই নৌকাবিহার বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে একদিকে যেমন তাঁদের আয় বন্ধ হয়ে যায়, অন্যদিকে পর্যটকদের কাছেও গজলডোবার আকর্ষণ অনেকটাই কমে যায়। পর্যটকদের একটা বড় অংশ নৌকাভ্রমণের অভিজ্ঞতার জন্যই এখানে আসতেন বলে দাবি তাঁদের।

নৌকাবিহার বন্ধ হওয়ার প্রভাব পড়েছে এলাকার সামগ্রিক অর্থনীতিতেও। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মতে, পর্যটক সংখ্যা কমে যাওয়ায় হোটেল, রেস্তোরাঁ, চায়ের দোকান, ছোট ব্যবসা এবং পরিবহণ পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। আগে সপ্তাহান্তে যেখানে পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকত, এখন সেখানে অনেক সময় নির্জন পরিবেশ চোখে পড়ে। শুধু তাই নয়, পর্যটন কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। অভিযোগ, নৌকাবিহারের ঘাটে কচুরিপানা জমে রয়েছে। অনেক জায়গায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব দেখা যায়। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থাও নেই বলে দাবি তাঁদের। ফলে অনেক পর্যটক আগ্রহ হারিয়ে অন্য পর্যটন কেন্দ্রের দিকে ঝুঁকছেন।

পর্যটন বিশেষজ্ঞদের মতে, গজলডোবার সম্ভাবনা এখনও শেষ হয়ে যায়নি। বরং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিচারে এটি উত্তরবঙ্গের অন্যতম সেরা পর্যটন কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। তবে তার জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত উন্নয়ন। তাঁদের মতে, দ্রুত নৌকাবিহার চালু করা, পর্যটকদের নিরাপত্তা বাড়ানো, আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং ব্যাপক প্রচার চালানো হলে গজলডোবা আবারও পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, বর্তমানে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পর্যটন শিল্পকে কেন্দ্র করে বড় ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গড়ে উঠছে। সেই তুলনায় গজলডোবার মতো সম্ভাবনাময় এলাকাকে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কারণ এখানে প্রকৃতি, জলাধার, পাখি এবং অ্যাডভেঞ্চার পর্যটনের একাধিক সম্ভাবনা রয়েছে।

এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, গজলডোবাকে কেন্দ্র করে বহু উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার কথা অতীতে শোনা গেলেও তার বাস্তবায়ন খুব একটা চোখে পড়েনি। ফলে ধীরে ধীরে পর্যটকদের আগ্রহও কমেছে। তবে নতুন পর্যটনমন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার পর ফের আশার আলো দেখতে শুরু করেছেন তাঁরা।

উত্তরবঙ্গের মানুষ হওয়ায় শঙ্কর ঘোষ এই অঞ্চলের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা। তাঁদের আশা, উত্তরবঙ্গের পর্যটনের উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং গজলডোবার মতো পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে নতুন করে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

এখন প্রশ্ন একটাই দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান করে গজলডোবার হারানো জৌলুস কি ফিরিয়ে আনতে পারবে প্রশাসন? নৌকাবিহার কি আবার চালু হবে? পর্যটকদের ভিড় কি আবার ফিরবে তিস্তার পাড়ে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর সময়ই দেবে। তবে স্থানীয়দের আশা, নতুন পর্যটনমন্ত্রীর হাত ধরে উত্তরবঙ্গের এই পর্যটন কেন্দ্র আবারও নতুন করে ঘুরে দাঁড়াবে এবং পর্যটনের মানচিত্রে নিজের পুরনো জায়গা ফিরে পাবে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।